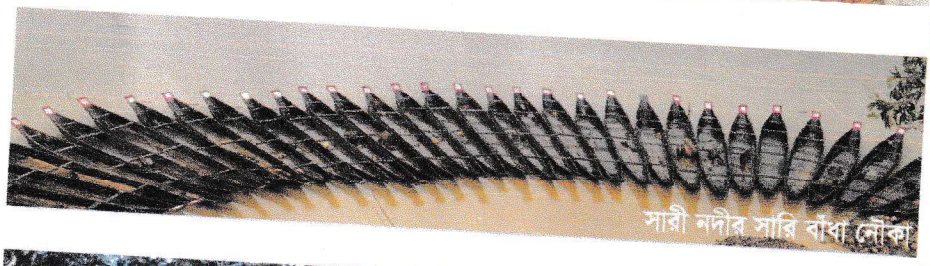
বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

অর্থ-বছর ২০২২-২০২৩













জৈন্তাপুর উপজেলা

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

অর্থ-বছরঃ ২০২২-২০২৩

প্রকাশকাল

জুন, ২০২২

জৈন্তাপুর উপজেলা পরিষদ

সিলেট



উপজেলা চেয়ারম্যানের বাণী

জৈন্তাপুর উপজেলা সিলেট জেলার একটি প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী উপজেলা। উপজেলা সৃষ্টির পর থেকেই এ উপজেলা তার উন্নয়ন কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণের জন্য সমন্বিতভাবে উপজেলার উন্নয়ন করা কষ্টসাধ্য করে তুলেছিল । আশার কথা আমরা ২০২২-২৩ অর্থ বছরের জন্য একটি সমন্বিত বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়ন করতে পারছি। সুশাসন ও জবাবদিহিতা ছাড়া যেমন একটি প্রতিষ্ঠান চলতে পারে না তেমনি জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়াও সেই প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। বর্তমান জনবান্ধব সরকার তাই স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কার্যকর উন্নয়নে বিশ্বাসী। জনপ্রতিনিধি, সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, এনজিও, সিভিল সোসাইটি ও ব্যক্তি মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি কার্যকর ও অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা তৈরীর লক্ষ্যেই এ প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে বলে আমি জেনেছি। এটা বাস্তবায়িত হলে পরে যেমন একটি পরিকল্পিত উন্নয়ন সম্ভব হবে তেমনি প্রতিষ্ঠান সমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাও বৃদ্ধি পাবে। জনগন প্রত্যক্ষভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনায় অংশগ্রহনের ফলে নিজেদেরকে মর্যাদাপূর্ণ ভাববে।

আমি এ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানচ্ছি। আমি আশা করবো উপজেলা পরিষদ এ পরিকল্পনা মোতাবেক তার উন্নয়ন কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত রাখবে।

০৩/০৫/২০২২

কামাল আহমদ
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
জৈন্তাপুর,সিলেট।



উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বাণী

জৈন্তাপুর উপজেলা সিলেট জেলার একটি অন্যতম প্রধান উপজেলা। ভৌগোলিক অবস্থান, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড এবং জীবনযাত্রার মানেও এই উপজেলা আলোচিত এবং আলোকিত। "বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা" করার মাধ্যমে এই উপজেলার উন্নয়ণ কর্মকান্ডে একটি সমন্বয়ের সুযোগ তৈরী হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় একটি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। সরকারী সেবায় আস্থা ফিরিয়ে আনতে সেবা প্রদান প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থার গুণগত পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। একথা অনস্বীকার্য যে, অংশগ্রহনমূলক, শক্তিশালী, জবাবদিহিতামূলক, নিরপেক্ষ প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি ব্যতিরেকে উপজেলা পরিষদকে কার্যকরী করা সম্ভবপর নয়। সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিদের দীর্ঘমেয়াদের ভিশনই পারে ভবিষ্যতের কাংখিত মাত্রার স্থানীয় সরকার তৈরী করতে।

উপজেলার বিভিন্ন দফতরের সম্পাদিত কাজ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এখানে স্থান পেয়েছে। এর পাশাপাশি জাতীয় দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে স্ব-স্ব দফতরের কাজের যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। জৈন্তাপুর উপজেলার স্থানীয় পর্যায়ে সরকারী-বেসরকারী সেবা প্রদানকারী সকল প্রতিষ্ঠান একটি একীভূত সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে সেবা প্রদান অব্যাহত রাখবে বলে আমি মনে করি।

এই পরিকল্পনা পুস্তিকায় তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী দপ্তর ও তার কর্মকর্তাবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ জানাই এই পুস্তিকা প্রণয়নে যারা নিরলসভাবে কাজ করেছেন এবং একে স্বার্থকভাবে প্রকাশ করেছেন।

০৯.০৫.২০২২

আল-বশিরুল ইসলাম
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
জৈন্তাপুর, সিলেট

প্রথম অধ্যায়
উপজেলার পরিচিতি

১.১ উপজেলার পটভূমি

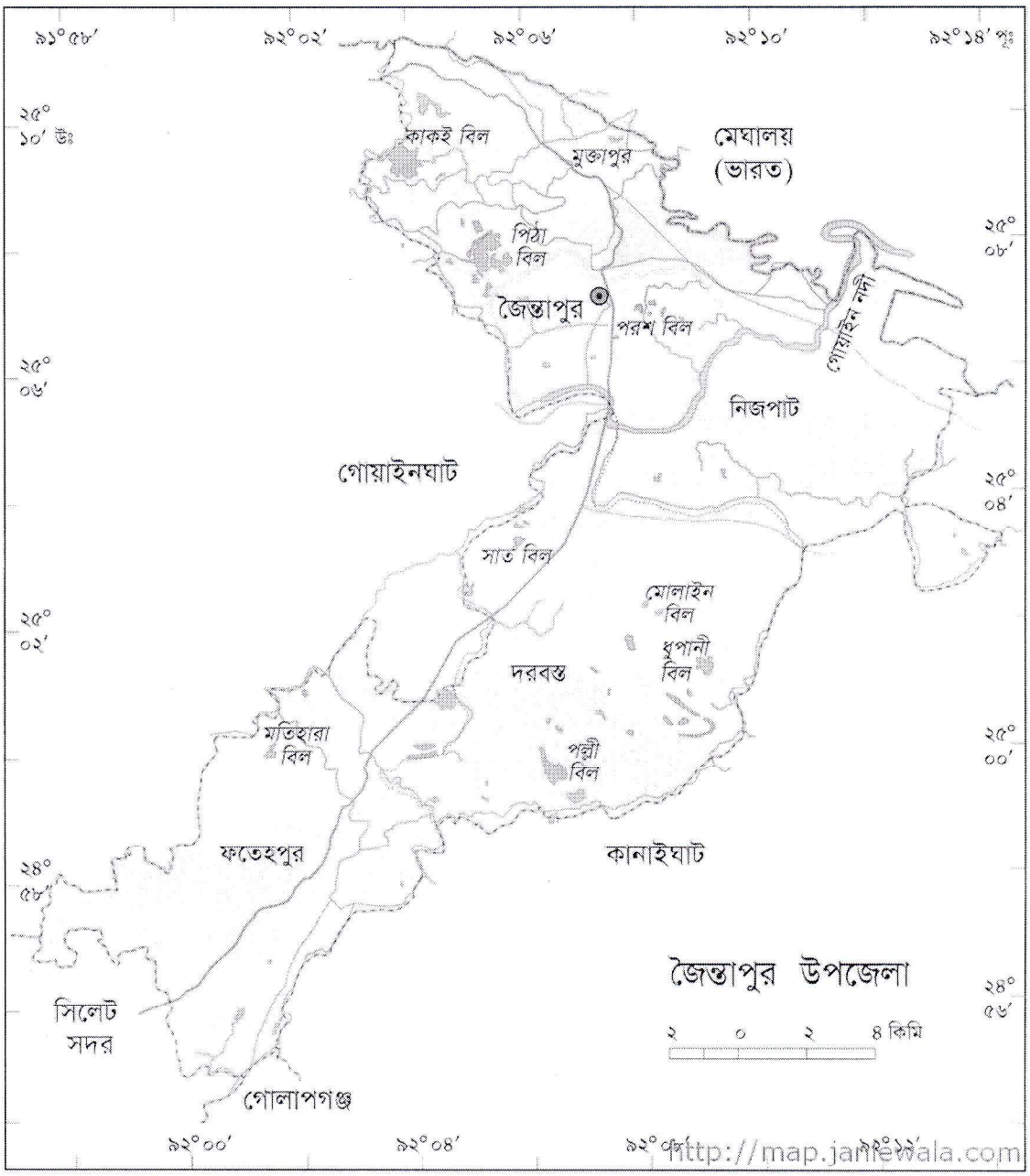
বাংলাদেশের সিলেট বিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা হিসেবে জৈন্তাপুর বিশেষভাবে পরিচিত। প্রত্নতত্ব, নৃতাত্বিক এবং ভূতাত্বিক প্রেক্ষাপট বিশেষণ এবং প্রাচীন ঐতিহ্যের মিলনক্ষেত্র হিসেবে জৈন্তাপুর কে বর্ণনা করা যথোপযুক্ত । প্রাচীনকালে জৈন্তিয়া একটি স্বাধীন ও সমৃদ্ধশালী রাজ্য ছিল। জাইন্তিয়া শব্দ থেকে জৈন্তিয়া শব্দের উৎপত্তি। এ সম্পর্কে বিভিন্ন পন্ডিত নানা মত দিয়েছেন। প্রত্নতাত্বিক রাজমোহন নাথের মতে, যে জাইন্তিয়ার লোকেরা আদিতে টিন বংশের ছিলেন। চীন দেশ থেকে এসেছিল বলে তাদের সিটিং বলা হয়। সিন্টিং হতে জাইন্তিয়া শব্দ এসেছে। জাইন্তিয়া আদিবাসীগণ ঝুহঃবহমনামেও পরিচিত। ড.সুনীত কুমার চ্যাটার্জির মতে সিন্টেং শব্দ হতে জাইন্টেং শব্দটি উৎপত্তি লাভ করেছে। এবং সংস্কৃতকরণ বা আর্যকৃত হয়ে জৈন্তিয়া বা জাইন্তিয়া হয়েছে।

অনেকের মতেই জয়ন্তিয়া বা জাইন্তিয়া (খাসিয়া উচ্চারণ) শব্দটি সিন্টেং শব্দ হতে উৎপত্তি লাভ করেছে। টেং নামক আদি রাজমাতা হতেই জাইন্তিয়ার প্রাচীন রাজবংশের উৎপত্তি হয়েছিল। সম্ভবত জাইন্তিয়া শব্দটি খাসিয়াদের Youngteng(ইয়ংটেং) বা Youngtrai(ইয়ংট্রাই) শব্দ হতে এসেছে। খাসিয়া ভাষায় ইয়ং অর্থ 'নিজ' বা 'আপন' এবং টেং হলো কোন আদিমাতার নাম বিশেষ। Youngtengএর অর্থ হলো, ''টেং- এর দেশ'' ব আপন ভূমি। আদি জাইন্তিয়া ''ইয়ান্তা'' নামেই পরিচিত ছিল।

ইয়ান্ত শব্দটি (ইয়ংট্রাই) শব্দ হতে উৎপত্তি লাভ করতে পারে। ইয়াংট্রাই অর্থ স্বদেশ বা আদিভূমি বা নিজ ভূমি। মধ্যযুগ পর্যন্ত আ-খাসিয়াগণ জয়ন্তিয়াপুরের রাজধানী 'জয়ন্তিয়াপুর কে' 'নিজ পাট' বলে ডাকত। তাছাড়া সিন্টেং জাইন্তিয়ার আদিবাসী ''পার '' নামে অভিহিত হতে বেশী স্বাচ্ছন্দ বোধ করে। পার কথাটির অর্থ হলো নিজ। অহংকার করে নিজেকে স্বদেশের উত্তরাধিকারী বোঝাতে পার শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। পার এর অর্থবোধক শব্দ হলো আদি অধিবাসী। তাই বলা যায় যে খাসিয়াদের নিজ দেশ বলতেই ইয়ান্তা বা জাইন্তিয়া বা জয়ন্তিয়া শব্দটি ব্যবহৃত করা হয়েছে। জাইন্তিয়ার আদিবাসীকে বোঝাতে পার- এর অ-আদিবাসীকে বুঝাতে 'ডিখার' বা রায়ত ব্যবহার করা হয়ে থাকে। প্রাচীনকালে এই জাইন্তিয়াপুরের রাজধানীকে 'জাইন্তিয়া পার বলা হতো। জাইন্তিয়া পার হতেই জাইন্তিয়াপুর বা জয়ন্তিয়াপুর অতঃপর জৈন্তাপুর নামকরণ করা হয়েছে।

একসময়ে জৈমঙ্গাপুর উপজেলা তিনটি পরগনা ও দুইটি ইউনিয়নে বিভক্তি ছিল। ১৯৬০ সালে ১নং নিজপাট ও দরবস্ত ইউনিয়ন সময়ের বিবর্তনে জৈন্তাপুর থানাকে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরনের মাধ্যমে উপজেলা হিসাবে উন্নীত করা হয়। এদিকে ১৯৭০ সালের ১৬ই জুন জৈন্তাপুর থানা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন সিলেটের মাননীয় জেলা প্রশাসক জনাব আব্দুস সমাদ, সি এস পি। ১৯৮৩ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর তৎকালীন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি মরহুম আব্দুস ছাত্তার জৈন্তাপুর থানাকে প্রশাসনিক উপজেলা হিসেবে উদ্বোধন করেন। ১৯৮৫ সালের ২৭শে এপ্রিল জৈন্তাপুর থানার নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন করেন ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (আই.জি.পি) জনাব ই.এ চৌধুরী। ১৯৮৬ সালের ২৭শে মে নব-নির্মিত ভবন উদ্বোধন করেন অতিরিক্ত পুলিশ পরিদর্শক জনাব তৈয়ব উদ্দিন আহমদ। স্বাধীনতা উত্তর জৈন্তাপুর- গোয়াইনঘাট উপজেলা নিয়ে ২৩১-সিলেট-৪ সংসদীয় আসন করা হয়। ১৯৮৯ সালে গোয়াইনঘাট উপজেলার কিছু অংশ বর্তমান ফতেপুর, চিকনাগুল ইউনিয়ন জৈন্তাপুর উপজেলার সাথে সংযুক্ত করা হলে জৈন্তাপুর উপজেলার আয়তন বৃদ্ধি পায়। ১৯৯১ সালে ১নং নিজপাট ইউনিয়নকে ভেঙ্গে ৩নং চারিকাটা ও ২নং জৈন্তাপুর ইউনিয়ন করা হয় এবং ২০০২ সালে ৫নং ফতেপুর ইউনিয়ন ভেঙ্গে ৬নং চিকনাগুল ইউনিয়ন করা হলে বর্তমান জৈন্তাপুর উপজেলার ৬টি ইউনিয়নে পরিণত হয়। প্রথম উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন আলহাজ্ব মোঃ সিরাজ উদ্দিন আহমদ।

জৈন্তাপুর উপজেলার মানচিত্র।



উপজেলাধীন ইউনিয়নসমূহ

সিলেট জেলার সীমান্তবর্তী জৈন্তাপুর উপজেলা ৬টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত। ইউনিয়ন সমূহ নিম্নরুপ:

ক্রনং	ইউনিয়ন পরিষদের নাম	অবস্থান	ওয়েব এড্রেস	চেয়ারম্যানের নাম ও মোবাইল নম্বর
০১	১নং নিজপাট ইউনিয়ন পরিষদ	নিজপাট, জৈন্তাপুর, সিলেট।	http://nijpatup.sylhet.gov.bd	জনাব মোঃ ইন্তাজ আলী ০১৭১০-৯৮৪০০৩
০২	২নং জৈন্তাপুর ইউনিয়ন পরিষদ	চানঘিল, জৈন্তাপুর, সিলেট।	http://jaintapurup.sylhet.gov.bd	জনাব মোঃ ফখরুল ইসলাম ০১৭২৮১০৭৬৫০
০৩	৩নং চারিকাটা ইউনিয়ন পরিষদ	চারিকাটা, জৈন্তাপুর, সিলেট।	http://charikathaup.sylhet.gov.bd	জনাব মোঃ সুলতান করিম ০১৭১৬১১৯৭৭৪
০৪	৪নং দরবস্ত ইউনিয়ন পরিষদ	দরবস্ত, জৈন্তাপুর, সিলেট।	http://darbastup.sylhet.gov.bd	জনাব বাহারুল আলম বাহার ০১৭১৬-১৫৯৩৮০
০৫	৫নং ফতেপুর ইউনিয়ন পরিষদ	হরিপুর, জৈন্তাপুর, সিলেট।	http://fatehpurup.sylhet.gov.bd	জনাব মোঃ রফিক আহমদ ০১৭১৬৯৫৮৭১০
০৬	৬নং চিকনাগুল ইউনিয়ন পরিষদ	চিকনাগুল, জৈন্তাপুর, সিলেট।	http://chiknagulup.sylhet.gov.bd	জনাব মোঃ কামরুজ্জামান চৌধুরী ০১৭৩৫৩২৯০০৩

প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব

ডাঃ মোঃ আব্দুল মতিনঃ

সিলেট জেলার জৈন্তাপুর উপজেলাধীন সেনগ্রাম দরবস্ত এর বাসিন্দা তিনি। তিনি তাহার মানব সেবার মহত পেশা দিয়ে এলাকার দরিদ্র মানুষের সেবা করে আসছেন।

জনাব মোঃইয়াকুব আলীঃ

মা- বাবার একমাত্র সন্তান ইয়াকুব আলী। তিনি শিক্ষানোরাগী হিসেবে পরিচিত। এলাকার ছেলেমেয়েদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে তাহার বিকল্প নেই। তিনি জৈন্তাপুর উপজেলা ৬নং চিকনাগুল ইউনিয়নের উমনপুর গ্রামের বাসিন্দা। তাহার নিরলস অবদানের জন্য এলাকায় আজ শিক্ষার হার ৮০%। তিনি নিজ এলাকায়, প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, মসজিদ এবং একটি কলেজ স্তাপন করে এলাকার দরিদ্র ছেলেমেয়েদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে তার অবদান অসামান্য।

দর্শনীয় স্থানঃ

#	শিরোনাম	স্থান	কিভাবে যাওয়া যায়
১	নাজিমগড় রিসোর্ট	জৈন্তাপুর থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে, লালাখালে অবস্থিত	জৈন্তাপুর থেকে নৌকা , স্পীড বোর্ড গাড়ি যোগে সরাসরি যাওয়া যাই।
২	লালাখাল, জৈন্তাপুর, সিলেট	জৈন্তাপুর থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে, লালাখালে অবস্থিত	সিলেট শহর হতে জাফলং/তামাবিল সড়কে ৩৮ কি.মি. আসলেই সারিঘাট বাজার। সেখান থেকে ৭কি.মি. সড়কপথে গেলে লালখাল যাওয়া যায়।

খেলাধুলা ও বিনোদনঃ

খাসিয়া গান এবং খাসিয়া নাচ বিনোদনের অনন্য উপকরন। খেলাধুলার ক্ষেত্রে জৈন্তাপুরের ভুমিকা উল্লেখযোগ্য। প্রথম বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ ফুটবল বিজয়ী স্কুলের নাম নিশিন্তপুর রেজিঃ বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। স্কুলটি জৈন্তাপুর উপজেলায় অবস্থিত।এটি জৈন্তাপুরের একটি ঐতিহাসিক অর্জন। উপজেলাতে বিনোদনের অন্যতম মধ্যম হচ্ছে খেলাধুলা। উপজেলাতে খেলাধুলার জন্য কোন স্টেডিয়াম না থাকলেও উপজেলার সর্বত্র খোলা মাঠে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাঠে স্থানীয় জনগণ অবসর সময়ে ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল, হাডুডু, ব্যাডমিন্টন ইত্যাদি খেলায় অংশগ্রহণ করে। অর্থাৎ গ্রামীন আদি খেলা হতে শুরু করে বিদেশী খেলাধুলার ও প্রচলন রয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে এলাকার যুব সমাজ বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন টুর্নামেন্টের আয়োজন করে থাকে। এছাড়া উপজেলার সকল শিক্ষা প্রতিষ্টানে বছরের শুরুতে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সাথে চালু আছে বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া সংগঠন। আরও রয়েছে চিত্ত বিনোদনের জন্য শিল্পকলা একাডেমী সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন। উপজেলার প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে একটি ফেডারেশন মাঠ। প্রতি বছর এ ফেডারেশন মাঠে নিম্নলিখিত ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ঃ

(ক) গোল্ডকাপ ফুটবল,

(খ) প্রিমিয়ার ফুটবল লীগ,

(গ)ইউনিয়ন ফুটবল লীগ,

(ঘ) প্রতি বৎসর ভলিবল লীগ অনুষ্ঠিত হয়

(ঙ) প্রতি বৎসর যুব এবং সিনিয়র ক্রিকেট লীগ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়

ভৌগলিক পরিচিতি

জৈন্তাপুর ২৫-০০ হতে ২৫-১২ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯২-০৩ হতে ৯২-১৪ পূর্ব দ্রাঘিমা রেখার মধ্যে অবস্থিত। উত্তরে ভারতের মেঘালয় রাজ্য,দক্ষিনে কানাইঘাট এবং গোলাপগঞ্জ উপজেলা, পূর্বে কানাইঘাট উপজেলা এবং পশিমে গোয়াইনঘাট ও সিলেট সদর উপজেলা।

নদ-নদী

পাহাড়-টিলায় বেস্টিত জৈন্তাপুর উপজেলা সারী নদী এবং বরগাং উল্লেখযোগ্য দুটি নদী। এছাড়াও জৈন্তাপুর উপজেলাধীন হরিপুর এ কাপনা নদী অবস্থিত। সারী নদীর অপার সৈন্দর্য্য দেখতে প্রতিদিন হাজারও দর্শক সারীঘাট নামক এলাকায় ভীড় জমান।

ব্যবসা-বানিজ্যঃ

সিলেট-তামাবিল মহাসড়কের পার্শ্বে এবং তামাবিল স্থল বন্দরের নিকটে অবস্থিত হওয়ায় জৈন্তাপুর উপজেলা ব্যবসা-বানিজ্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।জৈন্তাপুরের উল্লেখ্যযোগ্য ব্যবসা-বানিজ্যগুলো হলো:-

১। কয়লা ব্যবসা

২। পাথর ব্যবসা

৩। বালু ব্যবসা

দ্বিতীয় অধ্যায়
আর্থ-সামাজিক তথ্য

২.১ উপজেলা পরিষদের আর্থ-সামাজিক তথ্য

১। সাধারণ তথ্যাবলীঃ

ক্রমিক	নাম	পরিমাণ
১.	আয়তন	২৬৩ বঃ কিঃ/ ৯৯.৮৮ বঃ মাঃ
২.	উপজেলা প্রতিষ্ঠাকাল	১৪/০৯/১৯৮৩ খ্রিঃ
৩.	জেলা হতে উপজেলার দূরত্ব	৪৩ কিঃ মিঃ
৪.	ইউনিয়ন সংখ্যা	০৬ টি
৫.	মৌজার সংখ্যা	১৬২ টি
৬.	গ্রামের সংখ্যা	১৮২ টি
৭.	মোট লোক সংখ্যা	১,৬১,৭৪৪ জন (প্রায়) **পুরুষ- ৮০৭৬৯ জন এবং মহিলা-৮০৯৭৫ জন (প্রায়)**
৮.	জনসংখ্যার ঘনত্ব	৪৭০ জন বঃ কিঃ মিঃ / ১২১৬ জন বর্গমাইলে
৯.	জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার	মোট=২.১৪%, পুরুষ -২.৩৫%, মহিলা-১.৯২%
১০.	মোট পরিবার সংখ্যা	২৫,১১৩ টি
১১.	মোট উপজাতি লোকসংখ্যা	২১৯৯ জন, পরিবার- ৩৪৯ টি (আঃ শুঃ-২০১১)
১২.	পুলিশ স্টেশন	০১ টি
১৩.	বিজিবি ক্যাম্প	০৩ টি
১৪.	ব্যাংকের শাখা	০৭ টি
১৫.	খাদ্য গুদাম	০৪ টি
১৬.	হাট/ বাজার	০৪ টি
১৭.	সিলেট গ্যাস ও তেল ক্ষেত্র	০২ টি
১৮.	পিকনিক কেন্দ্র	০১ টি
১৯.	গবেষণা কেন্দ্র	০১ টি (সাইট্রাস গবেষণা কেন্দ্র)
২০.	চা বাগান	০৬টি
২১.	বিদ্যুতায়িত গ্রাম	৫৭ টি
২২.	বিদ্যুতায়িত পরিবার	২২১৯ টি
২৩.	ক্ষুদ্র শিল্প (স্টোন ক্রাশিং)	৬৮ টি (স্টোন ক্রাশার মেশিন)
২৪.	ব্যবসা প্রতিষ্ঠান	৭৪৩ টি

০২। যোগাযোগ সংক্রান্ত তথ্যঃ

ক্রমিক	নাম	পরিমাণ
২৫.	মোট রাস্তার দৈর্ঘ্য	৩৯৪ কিঃ মিঃ (পাকাঃ ৭৮কিঃ মিঃ, কাঁচাঃ ৩১৭ কিঃ মিঃ, কাঁচা বাঁধ-১০ কিঃ মিঃ)
২৬.	মোট নদীর সংখ্যা	০২টি
২৭.	ডাকঘরের সংখ্যা	০৫টি
২৮.	টেলিফোন একচেঞ্জ	০১টি (সরকারি)
২৯.	মোট ব্রিজ/ কালভার্ট সংখ্যা	৮৬ টি (দৈর্ঘ্য-২৮৪মিটার)

০৩। শিক্ষা ও ধর্ম বিষয়ক তথ্যঃ

ক্রমিক	নাম	পরিমাণ
৩০.	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	--
৩১.	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৭২ টি
৩২.	রেজিঃ সরঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	--
৩৩.	কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়	--
৩৪.	বে-সরঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	--
৩৫.	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র- ছাত্রীর সংখ্যা	২০,০১০ জন
৩৬.	ছাত্র	৯,৬৫১জন
৩৭.	ছাত্রী	১০,৩৫৯ জন
৩৮.	শিক্ষক / শিক্ষিকার সংখ্যা	৩৯৭ জন (শিক্ষক = ১৮২ জন, শিক্ষিকা =২১৫ জন)
৩৯.	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	১৫ টি (সরকারী- ০১ টি সহ)
৪০.	ছাত্র / ছাত্রী	১০,৫৮৬ জন (ছাত্র- ৪,৮০২, ছাত্রী- ৫,৭৮৪ জন)
৪১.	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক / শিক্ষিকার সংখ্যা	১৫৪ জন (পুরুষ - ১২০ জন , মহিলা- ৩৪ জন)
৪২.	কলেজের সংখ্যা	০৫ টি (মহিলা- ০১টি , কারিগরি - ০১টি)
৪৩.	ছাত্র/ ছাত্রীর সংখ্যা	৪,৫০৪ জন (ছাত্র -২,৬৯০ , ছাত্রী- ১,৮১৪ জন)
৪৪.	শিক্ষক / শিক্ষিকার সংখ্যা	১২৮ জন (পুরুষ-৮৮ , মহিলা -৪০ জন)
৪৫.	মাদ্রাসার সংখ্যা	০৪ টি (আলিম-০১টি , দাখিল- ০৩ টি)
৪৬.	ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা	১১২৭ জন (ছাত্র-৪৭৭, ছাত্রী- ৬৫০ জন)
৪৭.	শিক্ষক/ শিক্ষিকার সংখ্যা	৪৫ জন (পুরুষ-৪০, মহিলা-০৫ জন)
৪৮.	কওমী (বে-সরকারী) মাদ্রাসার সংখ্যা	৫৯ টি
৪৯.	মসজিদের সংখ্যা	৩৭৬ টি
৫০.	পাবলিক লাইব্রেরীর সংখ্যা	০১ টি
৫১.	শিক্ষার হার	৪১.২% (প্রায়) (২০১১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী)
৫২.	কিন্ডার গার্টেন সংখ্যা	১২ টি

০৪। স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক তথ্যঃ

ক্রমিক	নাম	পরিমাণ
৫৩.	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেম্নক্স	০১টি
৫৪.	কমিউনিটি ক্লিনিক	১৬ টি
৫৫.	ডাক্তারের সংখ্যা	১৬ জন (বর্তমানে কর্মরত -০৯ জন)

৫৬. নার্সের সংখ্যা	০৭ জন (বর্তমানে কর্মরত-০৬ জন)
৫৭. মেডিকেল এসিস্টেন্ট	০২ জন (বর্তমানে কর্মরত -০১ জন)
৫৮. রেজিঃ পলল্লী চিকিৎসক	০০ জন
৫৯. আমত্মঃ/ বহিঃ বিভাগীয় রোগীর সংখ্যা	২১০ জন
৬০. সক্ষম দম্পতির সংখ্যা	২৯,৩৭৮ জন
৬১. জন্ম নিয়ন্ত্রন গ্রহণকারীর সংখ্যা	২২,৯৬৪ জন
৬২. অস্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যা	১৮,২৮৩ জন
৬৩. স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যা	২,৬৩৬ জন
৬৪. জন্ম নিয়ন্ত্রন গ্রহণকারীর শতকরা হার	৭৮.২০%
৬৫. প্রশিক্ষন প্রাপ্ত দাই সংখ্যা	--
৬৬. এম্বুলেন্স	০১ টি

০৫। জনস্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্যঃ

ক্রমিক নাম	পরিমাণ
৬৭.নলকূপের সংখ্যা	১৪৪৫ টি।
আর্সেনিক মুক্ত বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ প্রকল্পের	
৬৮.**বরাদ্ধকৃত নলকুপের সংখ্যা**	২৩ টি
৬৯.পাকা পায়খানা	১৪,৭৯৮ টি
৭০. কাঁচা ও অন্যান্য পায়খানা	৪,৮৩৬ টি
৭১. স্যানিটেশনের হার	৮২.৮১%

০৬। ভূমি ব্যবস্থাপনা তথ্যাদিঃ

ক্রমিক নাম	পরিমাণ
৭২. উপজেলা ভূমি অফিস	০১ টি
৭৩. ইউনিয়ন ভূমি অফিস	০৩ টি
৭৪. অর্পিত সম্পত্তি	৬৪১ একর (বন্দোবসত্মকৃত-১৯৬ একর)
৭৫. সরকারী কৃসি খাস জমি	১০৮৪৯ একর
৭৬. সরকারী অকৃসি খাস জমি	৬২১০.৯৮একর
৭৭. বন্দোবসত্মকৃত খাস জমি	৩০৯২.৭৭ একর
৭৮. বন্দোবসত্মযোগ্য খাস জমি	৪৯৭৮.২৩ একর
৭৯. অদর্শগ্রাম /গুচ্ছগ্রাম/আশ্রয়ন প্রকল্প	০৫টি

০৭। কৃষি বিষয়ক তথ্যঃ

ক্রমিক নাম	পরিমাণ
৮০. মোট জমির পরিমাণ	২৫,৮৮০ হেক্টর
৮১. মোট কৃষি জমির পরিমাণ	১৭,৮৮৩ হেক্টর
৮২. এক ফসলি জমির পরিমাণ	৪,৫০০ হেক্টর
৮৩. দু'ফসলি জমির পরিমাণ	১২,৫০০ হেক্টর
৮৪. তিন ফসলি জমির পরিমাণ	৮৮৩ হেক্টর
৮৫. অকৃষি জমির পরিমা্ণ	১৬,১৭৬ একর
৮৬. মোট বন এলাকা	১,৪৪৭ হেক্টর
৮৭. মোট খাদ্য উৎপাদন	৩৬,৩০০ মেঃ টন
৮৮. মোট খাদ্য চাহিদা	২৬,২৭৫ মেঃ টন

৮৯. মোট খাদ্য উদ্বৃত্ত	১০,০২৫ মেঃ টন।

০৮। মৎস্য বিষয়ক তথ্যঃ

ক্রমিক নাম	পরিমাণ
৯০. মোট বিলের সংখ্যা	৬৭ টি
৯১. মোট দিঘির সংখ্যা	০২ টি
৯২. মোট পুকুরের সংখ্যা	৩,২৫৮ টি
৯৩. বার্ষিক মৎস্য উৎপাদন	২৪২১.৯৪ মেঃ টন

০৯। প্রাণি সম্পদ বিষয়ক তথ্যঃ

ক্রমিক নাম	পরিমাণ
৯৪. প্রাণি চিকিৎসালয়	০১টি
৯৫. কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্র	০১টি
৯৬. হাঁসের খামার	৫০টি
৯৭. মোরগ/ মুরগীর খামার	১১টি
৯৮. হাঁসের সংখ্যা	৫০,২৮০ টি
৯৯. মোরগের সংখ্যা	১,৮৩,৩০২ টি
১০০ডেইরী ফার্ম সংখ্যা	০৪ টি

১০। নির্বাচন সংক্রামন্ত তথ্যঃ

ক্রমিক নাম	পরিমাণ
১০১. মোট ভোটার সংখ্যা	**৭৭,৫৩০ জন**
১০২. পুরুষ	**৩৭,৯৭৬ জন**
১০৩. মহিলা	**৩৯,৫৫৪ জন**
১০৪. মোট ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা	**৩২ টি**
১০৫. মোট ভোটার এলাকার সংখ্যা	**১৮১ টি**
১০৬. সর্বশেষ ইউপি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে	**০৮/০৬/২০১১**
১০৭. নির্বাচিত ইউপি চেয়ারম্যানের সংখ্যা	**০৬ জন**
১০৮. নির্বাচিত ইউপি সদস্যের সংখ্যা	**৫৪ জন**
নির্বাচিত সংরক্ষিত ইউপি মহিলা সদস্য ১০৯.সংখ্যা	**১৮ জন**

১১. উপজেলা ডিজিটাল সেন্টারঃ ০১টি।

১২. ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারঃ ০৬টি। সকল ইউনিয়ন পরিষদে ডিজিটাল সেন্টার চালু আছে।

১৩. ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার এর উদ্যোক্তা মোটঃ ১১ জন।

উপজেলা চেয়ারম্যান অফিস ও নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ের জনবলঃ

ক্র.নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	পুরণকৃত পদ	শুন্য পদ
উপজেলা চেয়ারম্যান অফিস				
১	চেয়ারম্যান	১	১	০
২	ভাইস-চেয়ারম্যান (পুরুষ)	১	১	০
৩	ভাইস-চেয়ারম্যান (মহিলা)	১	১	০
৪	সাট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	১	১	০
৫	জিপ গাড়ী চালক	১	১	০
৬	অফিস সহায়ক	২	২	০
৭	মালি	১	১	০
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়				
১	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	১	১	০
২	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১	১	০
৩	সিএ কাম ইউডিএ	১	০	১
৪	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	৩	২	১
৫	জিপ চালক	১	০	১
৬	ফটোকপি অপারেটর	১	১	০
৭	অফিস সহায়ক	১	১	০
৮	নিরাপত্তা প্রহরী	১	১	০
৯	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	১	১	০

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতাধীন রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে পরিচালিত চলমান কর্মসূচীগুলো ৬টি গুচ্ছে বিভক্তঃ

* মানব সম্পদ উন্নয়ন ও আত্ম-কর্মসংস্থান
* দারিদ্র বিমোচন কর্মসংস্থান সৃষ্টি
* আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সামজিক সুরক্ষা
* প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাবাদী ও সেবা প্রদান
* সচেতনতা বৃদ্ধি এবং
* জেন্ডার সমতামূলক কার্যক্রম

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কার্যালয় ও কর্মসূচী সমূহ ঃ

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ০৭ টি শাখার মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়সহ মাঠ পর্যায়ে প্রশাসনিক ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়।

এছাড়া নানাবিধ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সেবা সমূহ বিস্তৃত।

কর্মসূচীর ধরন অনুযায়ী প্রকল্পগুলো ৪টি গুচ্ছে বিভক্তঃ

* খাদ্য সহায়তা ও দারিদ্র বিমোচন
* নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ
*সেবাদান মূলক
*মানব সম্পদ উন্নয়ন ও আত্মকর্মসংস্থান

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মূল কাজ সমূহঃ

- নারী উন্নয়ন ও জেন্ডার সমতার লক্ষ্যে মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল(MDG)ও দারিদ্র বিমোচন কৌশল পত্রের (PRSP) আলোকে রাজস্ব ও উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহন ও বাস্তবায়ন
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাধ্যেমে নারী উন্নয়নে গৃহীত সরকারী/বেসরকারী উদ্যোগ কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন।
- বৃত্তিমূলক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের মাধ্যেমে মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির ব্যবস্থা করা।
- আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূলধারায় নারীকে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যেমে উন্নয়ন কার্যক্রম গতিশীল করা।
- দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী মহিলাদের খাদ্য নিরাপত্তা,প্রশিক্ষন প্রদান এবং আয়বর্ধক কর্মসূচীতে অংশগ্রহনের মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নয়নসহ দারিদ্র বিমোচনের ব্যবস্থা করা।
- দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচী

উপজেলার প্রাথমিক কৃষি বিষয়ক তথ্য

০১। আয়তনঃ- ২৬৬.৬বর্গ কিলোমিটার হেক্টরঃ-২৬৬০০
০২। ইউনিয়নের সংখ্যাঃ- ০৬টি
০৩। পৌরসভাঃ- নাই
০৪। ব্লকের সংখ্যাঃ- ১৮টি
০৫। মৌজাঃ- ১৬৩টি
০৬। গ্রামঃ- ১৯৬টি
০৭। শিক্ষার হারঃ- ৪১.০১%
০৮। মোট জন সংখ্যাঃ-১,৮৫,২৪০ জন পুরুষঃ-৯২২৬০জন মহিলাঃ-৯২৯৮০জন
০৯। মোট কৃষক পরিবারঃ-২০৬৪৬টি ভুমিহীনঃ-২১৪১টি-১০% প্রান্তিকঃ-৫০১৫-২৪%
ক্ষুদ্রঃ-৪০২০টি-২০% মাঝারিঃ-৭২৫০টি-৩৫% বড়ঃ-২২২০টি-১১%
১০। চাষ যোগ্য আবাদি জমির পরিমাণ (হেক্টর)ঃ- ১৮৫০০
১১। জমির ধরন অনুযায়ী জমির পরিমাণ (হেক্টর) ক) উচু জমি-৬৮১৫হেঃ খ) মধ্যম উচু-৮৪৮০হেঃ
গ) মধ্যম নিচু-১০২০হেঃ ঘ) নিচু জমি-২১৮৫হেঃ
সর্বমোট=১৮৫০০হেঃ

১২। এক ফসলী জমির পরিমান- ৩৮৭৯হেক্টর
দুই ফসলী জমির পরিমান- ১১৩২৯ হেক্টর
তিন ফসলী জমির পরিমান- ১৩৮২ হেক্টর
নীট ফসলী জমির পরিমান- ১৬৫৯০ হেক্টর
মোট ফসলী জমির পরিমান- ৩০৬৮৩ হেক্টর
ফসলের নিবিড়তা- ১৮৫%
১৮। জমির ব্যবহার ঘনত্বঃ- ৭০%
১৯। আবাদ যোগ্য পতিত জমির হেক্টরঃ- ২১৯হেঃ
ক) রবি মৌসুমে পতিত হেক্টরঃ- ৫৬৮১
খ) খরিপ-১ মৌসুমে পতিত হেক্টরঃ- ১৮৫৫
গ) খরিপ-২ মৌসুমে পতিত হেক্টরঃ- ২৫০
ঘ) সারা বছর পতিত হেক্টরঃ- ২১৯হেঃ
২০। বিগত ৩ বৎসরের গড় বৃষ্টিপাতঃ- ৩,৪০০-৪৪০০মিলিমিটার
২১। এইজেড নং- ২০,২২,২৯
২২। ইউ/পি কমপ্লেক্সে এসএএও দের অফিস সংখ্যাঃ- ৩টি।
২৩। সার ডিলারের সংখ্যাঃ-৩৩জন ক) বিসিআইসিঃ-০৬জন খ) খুচরাঃ-২৭জন
২৪। বীজ ডিলারের সংখ্যাঃ- ১৪ জন
২৫। বালাইনাশক ব্যবসায়ীঃ-৪১জন ক) পাইকারীঃ- খ) খুচরাঃ-৪১জন
২৬। গুটি ইউরিয়া প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানঃ- নাই
২৭। হাওর এর সংখ্যাঃ- ২৬টি
২৮। বিলের সংখ্যাঃ- ২৫টি
২৯। চা বাগানের সংখ্যাঃ- ৬টি

কর্মকর্তা কর্মচারীদের মাসিক পরিসংখ্যান ঃ ২০২২ ইং

মাস ঃ ডিসেম্বর

উপজেলা ঃ জৈন্তাপুর জেলা ঃ সিলেট

ক্রমিক নং	পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা	পূরনকৃত পদের সংখ্যা			শুন্য পদের সংখ্যা	মন্তব্য
	প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা		পুঃ	মঃ	মোট		
১	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা	০১	০১	০	০১	০	
২	আবাসিক মেডিকেল অফিসার	০১	০	০১	০১	০	
৩	জুঃ কঃ সার্জারী	০১	০	০	০	০১	
৪	জুঃ কঃ গাইনী অব্স	০১	০	০	০	০১	
৫	জুঃ কঃ মেডিসিন	০১	০১	০	০১	০	পঃ বিঃ
৬	জুঃ কঃ এ্যানেসঃ	০১	০১	০	০১	০	
৭	ডেন্টাল সার্জন	০১	০	০	০	০১	
৮	মেডিকেল অফিসার	০২	০১		০১	০১	১ জন প্রেষণে সিএস
৯	মেডিকেল অফিসার (ইউনানী)	০১	০১	০	০১	০	প্রেষণে নরসিংদী
১০	মেডিকেল অফিসার (হোমিওপ্যাথিক)	০১	০	০	০	০১	
১১	সহঃ সার্জন (নবসৃস্ট)	০৫	০৩	০১	০৪	০১	
	মোট	১৬	০৮	০২	১০	০৬	
১২	**সিনিয়র স্টাফ নার্স**	২৬	০৬	১৪	২০	০৬	
১৩	মিডওয়াইফ	০৪	০	০৪	০৪	০	
	তৃতীয় শ্রেণী						
১৪	চিকিৎসা সহকারী	০২	০	০	০	০২	
১৫	চিকিৎসা সহঃ নবসৃষ্ট	০৫	০	০	০	০৫	
১৬	ফার্মাসিস্ট	০২	০	০	০	০২	
১৭	মেডিকেল টেকঃ (ল্যাব)	০২	০	০	০	০২	
১৮	মেডিকেল টেকঃ রেডিওগ্রাফি)	০১	০১	০	০১	০	
১৯	মেডিকেল টেকঃ (ডেন্টাল)	০১	০	০	০	০১	
২০	মেডিলে টেক (ইপিআই)	০১	০১	০	০১	০	
২১	সহকারী নার্স	০১	০	০	০	০১	
	মোট	১৫	০২	০	০২	১৩	
২২	প্রধান সহঃ কাম হিসার রক্ষক	০১	০১	০	০১	০	
২৩	ক্যাশিয়ার	০১	০১	০	০১	০	
২৪	পরিসংখ্যানবিদ	০১	০১	০	০১	০	
২৫	স্টোর কিপার	০১	০	০	০	০১	
২৬	অফিস সহকারী	০৩	০১	০	০১	০২	
২৭	ড্রাইবার	০১	০	০	০	০১	
	মোট	০৮	০৪	০	০৪	০৪	
২৮	মেডিকেল টেক (এসআই)	০১	০	০	০	০১	
২৯	স্বাস্থ্য পরিদর্শক	০১	০১	০	০১	০	
৩০	সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক	০৪	০৪	০	০৪	০	
৩১	স্বাস্থ্য সহকারী	২০	৭	০৫	১২	০৮	
৩২	জুনিয়র মেকানিক	১	০	০	০	০১	
৩২	মোট	২৭	১২	০৫	১৭	১০	
	চতুর্থ শ্রেণী						
৩৩	অফিস সহায়ক	০৪	০১	০	০১	০৩	
৩৪	ওয়ার্ড বয়	০৩	০৩	০	০৩	০	
৩৫	আয়া	০২	০	০১	০১	০১	
৩৬	নিরাপত্তা প্রহরী	০২	০১	০	০১	০১	
৩৭	বাবুর্চী	০২	০	০	০	০২	
৩৮	মালী	০১	০	০	০	০১	
৩৯	গার্ডেনার	০১	০	০	০	০১	
৪০	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	০৫	০২	০১	০৩	০২	
৪১	মোট	২০	৭	০২	৯	১১	
৪২	**সর্বমোট**	১১৬	৩৯	২৮	৬৬	৫০	

মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস'র জনবল কাঠামো:

ক্রঃনং	পদেও নাম	মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা	কর্মরত পদেও সংখ্যা	শুন্য পদেও সংখ্যা	মন্তব্য
১	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার	০১	০০	১	
২	সহকারী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার	০১	০০	১	
৩	উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার	০১	০১	০	
৪	হিসাব রক্ষক	০১	০	১	
৫	অফিস সহকারী/ডাটাএন্ট্রি অপারেটর	০১	০	১	
৬	অফিস সহায়ক	০১	০১	০	
৭	গার্ড	০১	০১	০	
	মোট =	০৭	০৩	৪	

UITRCE, ব্যানবেইস'র জনবল কাঠামো:

ক্রঃনং	পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদেও সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শুন্য পদের সংখ্যা	মন্তব্য
১	সহকারী প্রোগ্রামার	-	-	-	-
২	কম্পিউটার অপারেটর	-	-	-	-
৩	ল্যাব এ্যাসিসটেন্ট	-	-	-	-
৪	নিরাপত্তা প্রহরী	-	-	-	-
৫	পরিছন্নতা কর্মী	-	-	-	-
	মোট=	-	-	-	-

স্তর ভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা :

ক্রঃনং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরণ	সংখ্যা	মন্তব্য
১	ডিগ্রি/অনার্স	০৪	
২	উচ্চ মাধ্যমিক (স্কুল এন্ড কলেজ)	০৩	
৩	উচ্চ মাধ্যমিক (কারিগরি)	০২	
৪	মাধ্যমিক	১০	
৫	নিম্নমাধ্যমিক	০৬	
৬	ফাজিল	০১	
৭	আলিম	-	
৮	দাখিল	০৪	